Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

ISE
Institute of Social Engineering, Canada
www.isecanada.org

The Message

www.themessagecanada.com

VOLUME I, ISSUE 5 NOV-DEC 2007

স্বামী–স্ত্রীর জিদ্ মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ

জিদ্ ও হঠকারিতা পরিহারঃ

স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই একটি সাধারণ দোষ হচ্ছে জিদ ও হঠকারিতা। এ দোষ থেকে যথাসম্ভব উভয়কেই মুক্ত থাকতে চেষ্টা করতে হবে। কেননা দেখা গেছে, কোনো সামান্য ব্যাপারও উভয়ের মরজী ও মন-মেজাজের বিপরীত ঘটলেই তারা আগুনের মতো জ্বলে ওঠে। তখন তারা যে কোনো বিপর্যয় ঘটাতে ত্রুটি করে না। আর এতে করে পারস্পরিক সম্পর্কও খারাপ হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। দুজনের মনই তিক্ত বিরক্ত হয়ে যায় খুব সহজেই।

অবশ্য অপরিহার্য কোনো ব্যাপার হলে স্ত্রীর কর্তব্য অপরিসীম ধৈর্য সহকারে স্বামীকে বোঝানো, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে প্রেম - ভালোবাসার অমৃত ধারায় স্বামীর মনের সব কালিমা ধুয়েমুছে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা। তার বদলে রাগ করে, মুখ ভার করে, তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-ঝাটি করে গোটা পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলা তার কখনও উচিত নয়। স্বামীকে অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ দেখতে পেলে যথাসম্ভব শান্ত ও নরম হয়ে যাওয়া স্ত্রীর কর্তব্য, কারন মহান আল্লাহ স্ত্রীদেরকে কিছু স্পেশাল পাওয়ার দিয়েছেন। আর

মনের ঝাল মেটানো যদি অপরিহার্যই হয়ে পড়ে, তাহলে তা অপর এক সময়ের জন্যে অপেক্ষায় রেখে দেবে, পরে এমন এক সময় এবং এমনভাবে তা করবে, যাতে করে পারস্পরিক সম্পর্ক কিছুমাত্র তিক্ত হয়ে উঠবে না।

স্ত্রীর বাড়াবাড়ি ও ক্রুদ্ধ মেজাজ দেখতে পেলে স্বামীর খুব সতর্কতার সাথেই কাজ করা, কথা বলা উচিত। এ অবস্থায় স্বামীরও বাড়াবাড়ি করা কিংবা নিজের সম্ভ্রম-মর্যাদার অভিমানে হঠাৎ করে ফেটে পড়া কোনোমতেই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। স্ত্রীর কাছে কিছুটা ছোট হয়েও যদি পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখা যায়, তবে স্বামীর তাই করা কর্তব্য। কেননা তাতেই তার ও গোটা

বাকি অংশ ৩য় পাতায়...

Young People Ask..... HOW CAN I AVOID PORNOGRAPHY?

"A boy at school had a picture of a naked girl pasted inside the door of his locker. His locker wasn't far from mine." –Robert

"I was doing research on the Internet for a school report when suddenly I came across a pornographic Website." –Annette

When your parents were your age, people who wanted to view pornography had to look for it. Today, it seems that pornography looks for you. Like Robert, quoted above, you may find that your eyes fall upon a schoolmate's porn. Or, like Annette, you could inadvertently see it online. Says one 19-years-old girl.

See Page-7

SIN AND REPENTANCE

.....পাপ এবং তওবা

Sin is willfully and knowingly disobeying Allah. The greatest of all sins is polytheism, though any intentional violation of the commandments of Allah is a sinful act. Allah, The Preventer, has prohibited a number of things that are harmful to the individual or to society. Murder, assault, theft, fraud, usury, fornication, adultery, sorcery, consumption of alcohol, eating pork, and the use of illicit drugs are all examples of sinful acts.

Islam rejects the doctrine of original sin. No soul shall bear the burden of another, as this would be a great injustice, because Allah, The Most Merciful,

See Page-7

Ayah From Quran

📖 **For Prayer restrains from shameful and unjust deeds; and remembrance of Allah is the greatest without doubt. [Sura Al-Ankabut: 45]**

📖 **নিশ্চয়ই নামায মানুষকে লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা ও সর্বপ্রকার পাপ কার্য হতে বিরত রাখে। [সূরা আল আনকাবূত ঃ ৪৫]**

INSIDE

শিরক ও বিদআত হতে সাবধান !!!	2	দান-সদাকার বিকৃত রূপ	6
নামাযে আমরা কি পড়ি? (*আসুন নামায বুঝে পড়ি*)	4	Visit Authentic Islamic Website.....	7
প্রবাসে সন্তানকে মানুষ করার পিছনে মায়ের কর্তব্য.....	5	আপনার এবং আপনার স্ত্রীর জন্য সিলেবাস.....	8
আমেরিকায় টিনেজদের মধ্যে প্রেগনেন্সির হার বেড়েছে...	5	Non-Profit Islamic Books & Video Library	8

শিরক ও বিদআত হতে সাবধান !!!

শরীয়তের পরিভাষায় বিদআত বলা হয় এমন বিষয়গুলোকে, যা রাসূল (সাঃ) ও সাহাবাগণের যুগে দ্বীন ও সওয়াবের কাজ হিসেবে প্রচলিত ছিল না। ভাল বা সওয়াবের কাজ মনে করে মনগড়া ইবাদতের নামই হল বিদআত।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে অচিরেই বহুতর মতানৈক্য দেখবে তখন আমার তরিকা এবং হেদায়েত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনদের তরিকাকে শক্ত হাতে এবং দন্ত দ্বারা আকড়িয়ে ধরবে। সাবধান বিদআত হতে বাঁচ! মনে রেখ প্রত্যেক বিদআত গুমরাহী এবং প্রত্যেক গুমরাহী নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে।" (আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, হাকেম)

রাসূল (সাঃ) জুমআর দিন খুৎবায় বলতেন "নিশ্চয় সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব আর সর্বোত্তম হেদায়েত হলো মুহাম্মদ (সাঃ) এর হেদায়েত। সর্ব নিকৃষ্ট বিষয় হলো মনগড়া নব প্রবর্তিত বিষয় বিদয়াত এবং প্রতিটি বিদয়াতই হচ্ছে ভ্রষ্টতা (গোমরাহী) এবং প্রত্যেকটি গোমরাহী নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে।" (মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

"হযরত আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মে কোন নতুন পদ্ধতি আনলো যা আমাদের দ্বীনে নেই তা গ্রহণ করা হবে না।" (বুখারী, মুসলিম) "যে ব্যক্তি এমন কাজ করল যে কাজ আমাদের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা গ্রহণ করা হবে না।" (মুসলিম)

"রাসূল (সাঃ) তোমাদেরকে যা দিয়ে গিয়েছেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর।" (সূরা হাসর আয়াত ৭) কাজেই কুরআন ও হাদিসের উপর আমল করা ফরজ, আর বিদআত কাজ করা হারাম। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি কুরআন এবং হাদিস। যতদিন তোমরা এই দুটি জিনিস আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।" (মুআত্তা মালেক, হাকেম)

কোরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

"আপনি বলে দিন আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে।" (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ১০৩-১০৪)

"যে বিষয়ে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই, তার পিছনে ছুটো না। নিশ্চয়ই তোমার কান, চোখ ও বিবেক সবকিছুকে (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হতে হবে।" (সূরা বনী ইস্রাঈল ঃ ৩৬)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা আদবসহ বিনম্রভাবে কেবল আমার জন্য দাঁড়াবে।" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৮)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা ডাকবে নিজেদের প্রভূকে নম্রভাবে ও গোপনে নিশ্চয় সীমালঙ্ঘণকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।" (সূরা আল আ'রাফ ঃ ৫৫)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা আল্লাহর যিকির কর (ঐভাবে) যেভাবে আল্লাহ যিকিরের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৮)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা প্রতিপালকের যিকির কর, সকাল সন্ধ্যায়, বিনয় ও নম্রতার সাথে, অনূচ্চস্বরে, মনে মনে, আর তুমি গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (সূরা আল আ'রাফ ঃ ২০৫)

রাসুল (সঃ) বলেন ঃ

আল্লাহর নবী (সাঃ) হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীস রটনা করে, সে জাহান্নামে তার ঘর তৈরী করুক। (বুখারী)

তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না, যেভাবে নাছারাগণ ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে। বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। (বুখারী, মুসলিম)

রাসূল (সাঃ) বলেন, "যে লোক পছন্দ করবে যে, লোকেরা তার প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য দাঁড়াক, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।" (বুখারী)

আবূ উসামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠিতে ভর করে আমাদের মাজলিসে আসলেন। আমরা তাকে দেখে দাড়ালাম। তিনি ক্রোধভরে বললেন, তোমরা আমাকে দেখে দাড়াবে না যেরূপ বেদ্বীন, অনারবী লোকেরা একে অপরের সম্মানার্থে দাড়ায়। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "প্রত্যেক জাতির আনন্দোৎসব আছে আর আমাদের আনন্দোৎসব এই দুটি- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা"। (আবূ দাউদ)

শিরক অর্থ অংশিদারঃ শরীয়তের পরিভাষায় শিরক হচ্ছে আল্লাহর ইবাদতের সাথে, আল্লাহর নামের সাথে, আল্লাহর গুনের সাথে, আল্লাহর কাজের সাথে এবং আল্লাহর সত্তার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করা বা তুলনা করা অথবা আল্লাহর সমকক্ষ বানানো।

কোরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

"আল্লাহর সাথে শিরক করলে তিনি তা কখনও ক্ষমা করবেন না। শিরক ছাড়া অন্য গোনাহ যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করে দিবেন।"(সূরা নিসা ঃ ৪৮)

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। এবং তার অবস্থান জাহান্নাম। অত্যাচারী জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়েদা ঃ ৭২)

শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় গোনাহ যা ক্ষমা করা হবে না। শিরকী আমল আকীদাওয়ালা ব্যক্তির নেক আমল কোন কাজে আসবে না। (যুমার ঃ ৬৫) যেমন বিদয়াতীর ইবাদত কোন কাজে আসে না।

বাকি অংশ ৩য় পাতায়...

শিরক ও বিদআত হতে সাবধান !!!

২য় পাতার পর

"আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাকে ডাকছো তারা তোমাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়। বরং নিজের সাহায্যেও অক্ষম।" (সূরা আরাফ ঃ ১৯৭)

"আল্লাহর সাদৃশ্য কোন বস্ত নেই।" (সূরা শূরা ঃ ১১)

রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করার অবস্থায় যদি কারোর মৃত্যু হয় তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (বুখারী)

প্রচলিত শিরক সমুহঃ

১) আল্লাহ ছাড়া অন্যের দাসত্ব করা, আনুগত্যকরা ও অন্যের কাছে দোয়া করা
২) আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করা, অন্যের উপর ভরসা করা, অন্যের কাছে আশ্রয় চাওয়া
৩) আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা, রুকু করা ও মানত দেয়া
৪) আল্লাহ ছাড়া অন্যকে দেখানোর জন্যে ইবাদত করা
৫) নবী, রাসূল, ফেরেশতা, পীর, দরবেশ, ফকির, আউলিয়া, জীন, গণক, যাদুকর, তাবিজকারী অথবা অন্য কারো ইবাদত করা অথবা অংশীদার বানানো
৬) কাবাঘর ছাড়া অন্য কোথাও তওয়াফ করা
৭) হাজরে আছওয়াদ ছাড়া অন্য কোন পদার্থকে চুমু খাওয়া
৮) মাজার বা কবরকে চুমু খাওয়া, কবরে হাত লাগানো, কবরে পশু জবেহ করা, কবরে উরস করা, কবরে মানত করা, কবরে সিন্নি দেওয়া, কবরে মোমবাতি জ্বালানো, আতর, গোলাপ ইত্যাদি দেয়া
৯) আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর কসম খাওয়া
১০) অন্যের জিকির করা
১১) অন্যের নিকট তওবা করা
১২) কাউকে ক্ষতি ও উপকারের মালিক মনে করা
১৩) কাউকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা
১৪) শরীরে তাবিজ লটকানো
১৫) রাসূল (সাঃ) হাজির নাজির অর্থাৎ আমি যা করছি তা সব দেখছেন শুনছেন এমন আক্বিদা থাকা
১৬) আকিক বা এ ধরণের অন্যান্য পাথর ব্যবহার করলে ভাগ্য পরিবর্তন হবে এমন আক্বিদা থাকা। প্রকাশ থাকে যে যদি কেউ এই সমস্ত পাথর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অলংকার হিসাবে ব্যবহার করে তাহলে তা শিরক হবে না।

--- হাফেজ জাহিদ হোছাইন, মদীনা ইউনির্ভাসিটি

স্বামী-স্ত্রীর জিদ্ মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ

১ম পাতার পর

পরিবারের কল্যাণ নিহিত। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা এ পর্যায়েই এরশাদ করেছেন ঃ

"কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর বদমেজাজী ও তার প্রতি প্রত্যাখ্যান উপেক্ষা-অবহেলা দেখতে পায় আর তার পরিণাম ভালো না হওয়ার আশংকা বোধ করে, তাহলে উভয়ের যে কোনো শর্তে সমঝোতা করে নেওয়ায় কোনো দোষ নেই। বরং সব অবস্থায়ই সমঝোতা-সন্ধি-মীমাংসাই অত্যন্ত কল্যাণময়।" (সূরা নিশা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী লিখেছেন ঃ

সমঝোতার ফলেই উভয়ের মনের মিল হতে পারে, পারস্পরিক বিরোধ দূর হয়ে যায় তাই মোটামুটিভাবে অনেক উত্তম কাজ কিংবা তা অতীব উত্তম বিচ্ছেদ হওয়া থেকে, বেশী উত্তম ঝগড়া-ফাসাদ থেকে।

সহাস্যবদনে অভ্যর্থনা ঃ এ পরিপ্রেক্ষিতে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, স্বামী যখনই বাহির থেকে ঘরে ফিরে আসে, তখন স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে হাসিমুখে ও সহাস্যবদনে তাকে অভ্যর্থনা করা - স্বাগতম জানানো। কারণ স্ত্রীর স্মিতহাস্যে বিরাট আকর্ষণ রয়েছে, যার দরুণ স্বামীর মনের জগতে এমন মধুভরা মলয়-হিল্লোল বয়ে যায় যে, তার দয় জগতের সব গ্লালিমা-শ্রান্তি-ক্লান্তি জনিত সব বিষাদ-ছায়া সহসাই দূরীভূত হয়ে যায়। স্বামী যত ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়েই ঘরে ফিরে আসুক না কেন এবং তার হৃদয় যত বড় দুঃখ, কষ্ট ও ব্যর্থতায়ই ভারাক্রান্ত হোক না কেন, স্ত্রীর মুখে অকৃত্রিম ভালোবাসাপূর্ণ হাসি দেখতে পেলে সে তার সব কিছুই নিমেষে ভুলে যেতে পারে।

কাজেই যে সব স্ত্রী স্বামীর সামনে গোমরা মুখ হয়ে থাকে, প্রাণখোলা কথা বলে না স্বামীর সাথে, স্বামীকে উদার হৃদয়ে ও সহাস্যবদনে বরণ করে নিতে জানে না বা করে না, তারা নিজেরাই নিজেদের ঘর ও পরিবারকে - নিজেদেরই একমাত্র আশ্রয় দাম্পত্য জীবনকে ইচ্ছে করেই জাহান্নামে পরিণত করে, বিষায়িত করে তোলে গোটা পরিবেশকে। রাসূলে করীম (সাঃ) এ কারণেই ভালো স্ত্রীর অন্যতম একটি গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেনঃ

"স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দৃষ্টি পড়লেই স্ত্রী তাকে সন্তুষ্ট করে দেয় (স্বামী স্ত্রীকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে উঠে)।" [ইবনে মাযহা]

--- মাওলানা মুঃ আব্দুর রহীম

নামাযে আমরা কি পড়ি ?
(আসুন নামায বুঝে পড়ি)

আল্লাহু আকবার ঃ আল্লাহ্ মহান

ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ..... নিশ্চয়ই আমি (পৃথিবীর সকল কিছু পরিত্যাগ করে) আকাশ ও যমীনের স্রষ্টার দিকে আমার মুখ করলাম এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই ।

ছানা ঃ সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ..... হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, তুমিই প্রশংসনীয়, তোমার নামই বুযুর্গীপূর্ণ । তোমার গৌরবই সর্বোচ্চ এবং তুমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই ।

আউযুবিল্লাহি.... ঃ আমি বিতারিত শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি ।

বিসমিল্লাহির.... ঃ আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি ।

সূরা ফাতেহা ঃ আলহামদুলিল্লাহ ..... সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক । যিনি দয়াময় পরম দয়ালু । যিনি বিচার দিনের মালিক । আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি । হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত কর তাদের পথ যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ । পক্ষান্তরে যাদের প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট এবং যারা ভ্রান্ত, তাদের পথে আমাদের পরিচালিত করো না । হে আল্লাহ! আমার এ দু'আ কবুল করুন ।

রুকু ঃ সুবহা-না রব্বিয়াল আজীম = আমি আমার মহান প্রভূর পবিত্রতা বর্ণনা করছি ।
সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ = প্রশংসাকারীর প্রশংসা আল্লাহ শুনতে পান ।

রব্বানা লাকাল হামদ্, হামদান কাছীরন, তাইয়িবান মুবারকান ফীহি = হে আল্লাহ! তোমার জন্য সকল প্রশংসা । তোমার প্রশংসার মাঝে রয়েছে প্রচুর বরকত ।

সিজ্দা ঃ সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা = আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভূর পবিত্রতা প্রকাশ করছি ।

দুই সিজ্দার মাঝে ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়া আফিনী ওয়ারযুকনী ওয়াহদিনী ওয়ায বুরনী = হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, নিরাপদ রাখ, জীবিকা দান কর, সরল পথ দেখাও, শুদ্ধ কর ।

আত্তাহিয়্যাতু ঃ যাবতীয় সম্মান, এবাদত ও প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য । হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক । আমাদের উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর নেককার বান্দাগণের উপরও । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ।

দরুদ ঃ আল্লা-হুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিও ..... হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের উপর শান্তি বর্ষিত করুন, যেরুপ ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরগণের উপর বর্ষণ করেছেন । নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত । হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বরকত দান করুন যেরুপ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি দান করেছেন । নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত ।

দু'আ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নি যলাম্তু ..... হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপর অনেক জুলুম করেছি, তুমি ছাড়া পাপ মার্জনাকারী কেউ নেই । অতএব, হে আল্লাহ! অনুগ্রহপূর্বক আমার পাপ ক্ষমা করো এবং আমার উপর দয়া কর । নিশ্চয়ই তুমি দয়াময় ও পাপ ক্ষমাকারী ।

বিঃ দ্রঃ যেসকল সুরাগুলো আপনি সাধারনত নামাযে পড়ে থাকেন, সেগুলোর অর্থ কোন বাংলা কুরআন থেকে মুখস্ত করে নিবেন ।

প্রবাসে সন্তানকে মানুষ করার পিছনে মায়ের কর্তব্য

অতি ছোট অবস্থা হতে সন্তানদের লালন পালনে মায়ের উপস্থিতি ও সঙ্গ খুবই প্রয়োজন। পশ্চিমা সংস্কৃতি ও সভ্যতার গুরুরা মহিলাদের সমঅধিকারের কথা বলে এক প্রকার উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এতে কোন শিক্ষিত মহিলা একান্ত ঘর সংসার করে সময় নষ্ট করাটা একটা ছোটখাট পাপ বলা না হলেও ইশারা ইঙ্গিতে তার কাছাকাছি। এটি একটি সামাজিক উম্মাদনা ও শোষন। আর মহিলারা নিজেদের স্বকীয়তা ভুলে কেবল প্রচারণা আর অপসংস্কৃতির ফাঁদে পড়ে একই শ্লোগান শুরু করে। তারা ঘরে থাকাটাকে অপেক্ষাকৃত নীচু কাজ এবং নিজেকে ছোট মনে করে। এতে কয়েকটি ধীরগতির বিপর্যয় শুরু হয়। একটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, একজন শিশু সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, একজন মা শোষিত হন (যদিও তিনি তা মনে করেন না)। পরিণতিতে সমাজের সকল শিশু ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে গোটা জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যে পশ্চিমা সংস্কৃতি এ সমঅধিকার নামক আগুনের প্রজ্জলক তারাই আবার প্রমাণ করছে যে শিশু সন্তানগণ মায়ের অনুপস্থিতি-তে চরম মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। একটি উন্নত দেশ যেখানে শতকরা সর্বোচ্চ হারে মেয়েরা পুরুষের পাশাপাশি হাটে, মাঠে, অফিস, কোর্ট, কাচারী সর্বত্রই কাজ করে, সম্প্রতি একটি সমীক্ষা করে নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপে।

দুই হাজার শিশুর উপর জরীপ চালানো হয়। এ জরীপ চলে টানা তিন বছর। এতে দেখা যায়, যেসব শিশু দিনভর তাদের মা ছাড়া অন্য কারো দ্বারা লালিত পালিত হয়, যেমনঃ ডে কেয়ার সেন্টার, মেইড ইত্যাদি - তাদের সার্বিক বেড়ে উঠা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় দ্বিগুন। Doctor Bernadine Woo (যিনি এ জরীপ পরিচালনা প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন) বলেন, দিনের সিংহভাগ সময় মায়ের অনুপস্থিতিতে শিশুরা যথাযথ মনস্তাত্বিক সার্পোট পায়না, ফলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিকমত গড়ে উঠেনা। Institute of Mental Health এর Deputy Chief Dr Daniel বলেন, শিশুদের দেখাশুনার জন্য প্রথম ৬ বছর একজন সঙ্গী বা তদারককারী দরকার যিনি নিয়মিত/সার্বক্ষণিক শিশুর পরিচর্যা করবেন, শিশুকে সঙ্গ দেবেন ও তার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। আর এটি সম্ভব মাকে দিয়ে। এ জরিপে আরো বলা হয়, শিশুদের মনস্তত্ব দারুন ক্ষতিগ্রস্ত হয় যখন তারা একেক সময় একেকজনকে মূল পরিচর্যাকারী হিসেবে দেখতে পায়। ফলে অন্যদের তুলনায় তারা নিম্ন IQ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তিনগুণ। এটি মাত্র একটি জরীপের ফলাফল। এধরণের হাজারো জরীপ একই কথা বলে। মূল কথা একটাই। শিশুদের পরিচর্যার জন্য মায়ের কোন বিকল্প নেই। এখন আপনিই সিদ্ধান্ত নিন। আপনার শিশুর অধিকার রক্ষা করে তার সার্বিক উন্নতিতে ভূমিকা রাখবেন নাকি বাইরে চাকুরী করে সংসারের স্টেটাস ঠিক রাখার জন্য ডলার কামাবেন?

মহিলাদের চাকুরী করার কারনে সংসারে উপরি কামায় হয়। রাষ্টীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সূচক উর্ধে উঠে। ঘরে ও বাইরে যন্ত্র আর বাহ্যিক চাকচিক্যের সমাগম ঘটে। কিন্তু এর জন্য যে মূল্য দিতে হয় তা কি একেবারে কম? সর্বপ্রথম এ বিষয়টি মহিলারা বুঝেননা যে, চাকুরী করে তারা শোষনের শিকার হচ্ছেন। পুরুষরা চাকুরী করে একটি। তাদের প্রাকৃতিক স্বভাবই ঘরের বাইরের কর্ম চাঞ্চল্যতা। আপনি শতকরা ১জন পুরুষও পাবেননা যিনি সাড়াদিন অফিস বা ব্যবসায়ের কাজ করে ঘরের কাজে যথাযথ ভূমিকা পালন করে স্ত্রী ও পরিবারকে সহায়তা করছেন। কেউ কেউ আবার যুক্তি দেখান যে পুরুষরা বাইর হতে বাসায় এসে ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে ঘরের কাজে সহযোগিতার শক্তি থাকেনা। এবার আসুন স্ত্রীদের কথায়। স্ত্রীগণ কোন অবস্থাতেই নিজ বাসার সার্বিক দায় দায়িত্ব হতে মুক্ত হতে পারবেননা। এটি জোর করেও সম্ভব নয়। স্ত্রী যত বড় চাকুরী করেননা কেন, বাইরে যত ব্যস্ত সময়ই কাটান না কেন তিনি তার ঘরের সৌন্দর্য রক্ষা, বাসা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও সার্বিক অবস্থার দেখভাল করার সহজাত মানসিকতা হতে কখনো মুক্ত হতে পারবেন না। এখন বলুন পুরুষ কয়টি জব করছেন আর স্ত্রী কয়টি জব করছেন? পুরুষ আসলে জব করছেন একটি। আর স্ত্রী করছেন তিনটি। একটি অফিসের জব, একটি ঘর দেখাশুনার সার্বিক জব, আরেকটি সন্তান-দের দেখাশুনার জব। এবার বলুন এটি কি নারী শোষন নয়?

অতএব আপনি যাই করেননা কেন, সন্তান-দের গুরুত্বপূর্ণ সময় যদি কাছে থাকতে না পারেন তাহলে এটি বিরাট অবিচার। তাদের সঠিকভাবে বেড়ে উঠার জন্য, প্রকৃত শিক্ষালাভের স্বার্থে, একজন প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার লক্ষ্যে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

sarwarkabir@hotmail.com

আমেরিকায় টিনেজদের মধ্যে প্রেগনেন্সির হার বেড়েছে !!

আমেরিকায় টিনেজারদের প্রেগনেন্সি এবং সন্তানের মা হওয়ার প্রবৃত্তি উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। ৫ই ডিসেম্বর ২০০৭ ফেডারেল স্বাস্থ্য প্রশাসনের গবেষণা জরিপে এ তথ্য জানা গেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০০৫ সালের তুলনায় গত বছর টিনেজারদের গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের হার বেড়েছে ৩ শতাংশ। ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের এ গ্রুপে রাখা হয়েছে।

গত বছর মোট ৪ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন সন্তান প্রসব করেছেন। এর প্রতি হাজারের ৪২ জন হলেন ওই বয়সী। উলেখ্য, ১৯৯১ সালে সবচেয়ে বেশি কিশোরী সন্তান প্রসব করেছিল। সে হার ছিল প্রতি হাজারে ৬২। এরপর থেকে হ্রাস পাচ্ছিল এ বয়েসী কিশোরী-তরুণীদের সন্তান ধারণের প্রবণতা। কিন্তু গত বছর তা বৃদ্ধি পাওয়ায় সকলেই বিচলিত বোধ করছেন। স্বাস্থ্য বিভাগীয় গবেষকরা বলেছেন, হাই স্কুলে যৌন-শিক্ষার বাজেট হ্রাস করার ফলেই এহেন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। বাজেট না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিরাপদ সেক্স সম্পর্কে বিশেষ করে কনডম ব্যবহারের ব্যাপারে সচেতন করা সম্ভব হয়নি। গর্ভ প্রতিরোধক ওষুধও প্রদান করা সম্ভব হয়নি, আগের মত এটাও অন্যতম একটি কারণ বলে ফেডারেল স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন।

---খবর: এনার

দান-সদাকার বিকৃত রূপ

সদাকা ঃ যাকাত পরিশোধ সদাকার সর্বনিম্ন মান। সমগ্র কোরআনে আল্লাহ মানুষকে একটি বিষয় বারবার বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছেন। দান, দয়া, অবহেলিতদের জন্য অনুভূতি, ইয়াতীম বা মিসকিনদের প্রতি নজর রাখা, অভাবীকে সাহায্য করা, ঋনী ব্যক্তিকে ঋনমুক্ত করতে এগিয়ে আসা ইত্যাদি দিয়ে আল-কোরআন ডাইরেক্ট আদেশ করেছে, ইশারা ইঙ্গিতে তাগিদ দিয়েছে, উৎসাহিত করেছে।

লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সদাকা ঃ *হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতের কথা বলে এবং কষ্ট দিয়ে তাকে সেই ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করোনা যে ব্যক্তি শুধু লোকদের দেখাবার উদ্দেশ্যেই নিজের ধন-মাল ব্যয় করে তাদের খরচের দৃষ্টান্ত এরূপ ঃ যেমন একটি চাতাল, যার উপর মাটির আস্তর পড়ে আছে। এর উপর যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়লো তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে বয়ে গেল এবং গোটা চাতালটি পরিস্কার হয়ে গেল। এসব লোক দান-সদাকা করে যে পূণ্য অর্জন করে তার কিছুই তাদের হাতে আসে না* (সূরা বাকারা ঃ ২৬৪)

সদাকার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে মনের মধ্যে নামের পুলক অনুভব করা, এর প্রচার আশা করা, দাতার নাম বার বার উচ্চারিত হওয়া, বিনিময়ে দাতা কারো কাছে স্পেশাল সম্মান আশা করা ইত্যাদি শয়তানের অসঅসা। তবে আমরা অনিচ্ছা সত্তেও যেসব প্রকাশ ও প্রচার হয়ে পড়ে তার জন্য আল্লাহর কাছ হতে বিশেষ ছাড়ের আশা করতে পারি। আল্লাহ যেন আমাদের অনিচ্ছাকৃত প্রচারকে ক্ষমা করে দেন। আমিন।

অগত্যা সদাকা ঃ এটি আরেকটি বিকৃত রূপ। দাতা দান করার সময় এমন ভাব দেখায় যে সে বড্ড বিপদে পড়ে গেছে। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে প্রার্থীকে অগত্যা কিছু দান করে। তার চেহারার মধ্যে নিম্নোক্ত আয়াত অনুযায়ী বড় বিষাদের ছায়া আছর করে। *নামাযের জন্য তারা আসে বটে, কিন্তু মনক্ষুন্ন হয়ে; আর দান করে কিন্তু বিরক্তি সহকারে* (সূরা তওবা ঃ ৫৪)

অথচ দাতারা একটি বিষয় সর্বক্ষণ মনে রাখা উচিত যে, একজন গ্রহীতা অর্থ গ্রহণ করে দাতাকে করুণা করেন। উল্টোটি নয়। যদি কোন বঞ্চিত বা প্রার্থীই না থাকতো তাহলে দাতা এতবড় সওয়াবের কাজ হতে বঞ্চিত থেকে যেতেন। বরং আন্তরিকভাবে দাতার ভাবখানা এমন হওয়া উচিত যে গ্রহীতা দয়া করে দান গ্রহণ করে দাতার বিরাট উপকার করেছেন। কারণ দাতা তার অর্থ দিয়ে বঞ্চিতকে সাহায্য করলেন, সম্পদের মূল মালিক মহান আল্লাহ এর যে প্রতিদান দেবেন তা কোন মানুষের চিন্তা শক্তির বাইরে।

দান করে খোটা দেয়া ঃ এটি একটি জঘন্য রোগ। অজ্ঞ মূর্খ লোকেরা প্রকৃত বিষয়ের রূপ, এর উদ্দেশ্য ও ফলাফল না জানার কারণে দান করে খোটা দেয়। কারণ যে সম্পদ দান করা হলো তার মূল মালিকই তো দাতা নয়। তাকে কিছু দিনের জন্য এর দেখভাল করার দায়িত্ব দিয়েছেন মহান আল্লাহ তায়ালা। এটা কিছু দিন আপনার তত্ত্বাবধানে কিছুদিন আমার তত্ত্বাবধানে থাকবে। আবার কিছুদিন পর সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ অপর কাউকে হেফাজতের দায়িত্ব দেবেন। তাহলে যে সম্পদের মালিক আপনি আমি নই সেই সম্পদের মূল মালিকের হুকুমে আপনি যদি এর হকদারকে বুঝিয়ে দেন আর এ কাজের জন্য সম্মান আশা করেন, আর সম্মান করতে ব্যর্থ হলে খোটা দেন তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর নারায হবেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

যারা আল্লাহর পথে মাল খরচ করে, অতঃপর এ কারণে খোটা দেয় না, তাদের রবের নিকট তাদের জন্য যথার্থ প্রতিদান রয়েছে (সূরা বাকারা ঃ ২৬২)

sarwarkabir@hotmail.com

After 1st page

The All-Seeing, for our own deeds. However, if one person encourages another to commit a sin, both are punishable. One of them deserves punishment for actually committing the sin; the other deserves punishment for encouraging it.

SIN AND REPENTANCE

When a person commits a sin, he or she is deserving of Allah's punishment. Fortunately, Allah is The Most Compassionate and The Oft-Forgiving. Allah acts out of infinite knowledge and justice. Muslims do not believe that Jesus, the son of Mary, had to die for the sins of mankind. Allah, The Most Compassionate, forgives whomever He chooses. To believe that it was necessary for Jesus to suffer and die in order to have our sins forgiven denies Allah's infinite power and justice. Allah is unlimited in His mercy.

Allah, the Answerer, promises us that He will forgive us if we turn to Him in sincere repentance. Repentance is a serious mater. It is the way a person can attain salvation by the mercy of Allah. Repentance cannot be taken lightly. Sincere repentance has the following conditions:

1. The person must recognize and acknowledge that he or she has committed a sin and must truly regret having done so.
2. The person must humbly turn to Allah for forgiveness.
3. The person must have a sincere resolve not to commit the sin again.
4. If the sin caused harm to someone else, the person must make every possible attempt to remedy the harm.

This does not mean that if the person returns to the same sin in the future, his or her former repentance is annulled. What is needed is a serious commitment in the heart not to sin again. Because we do not know what the future holds, the door to repentance is always open. Allah, The Oft-Pardoning, is pleased when the children of Adam turn to Him for His abundant forgiveness. Repentance is a form of worship.

No one can forgive sins except Allah. It is forbidden for a Muslim to seek divine forgiveness for sin through or by turning to anyone else, as Muslims believe this would be considered polytheism.

Ref: Islam Is..... – ICNA

AVOID PORNOGRAPHY

After 1st Page

"Sometimes I'm browsing or shopping on the Internet or even just checking bank statements online when *wham*--- pornography pops up!".

This is hardly unusual. In one study, 90 percent of youths between the ages of 8 and 16 said that they had unintentionally encountered pornography online--- in most cases while doing homework! The fact is, with millions of websites hosting *hundreds* of millions of sexually explicit pages, pornography is more accessible than ever. It can even be accessed through a cell phone. "It's a big thing at my school." Says 16-year-old Denise. "On Monday, conversation seems to be, 'What pictures did you download to your cell over the weekend?'"

Knowing that so many people are looking at pornography, you might wonder, 'Is it really all that bad?' The answer is *yes*, for several reasons.

Pornography has devastating effects on those who are ensnared by it. Consider just two examples:

"I was exposed to pornography at a very young age, and it was really a struggle for me to break free from it. It's been years, but those images are indelibly burned into my memory. The thoughts always seem to be lurking in the back of your mind, and your conscience never seems truly clean. Pornography destroys your self-esteem and can leave you feeling dirty and worthless. You always have this silent burden to carry." –Erica.

"I was addicted to pornography for 10 years, and I've been free of it for 14. Even now, though, it's a daily battle. The desire, although much more subdued, is still there. The curiosity is still there. The images are still there. I wish I'd never started down this hideous path. It seemed so harmless at first. But now I know better. Pornography is damaging, it is perverse, and it is demeaning to all parties concerned. Despite what its proponents may claim, there is nothing –absolutely nothing— positive about pornography."—Jeff.

MAKING AN EVALUATION:

Q: How can you avoid even unintentionally stumbling across pornography? First, analyze the situation.

Q: How frequently do you encounter pornography by accident?
❑ Never ❑ Occasionally
❑ Weekly ❑ Daily

Q: Where does this most often occur?
❑ Internet ❑ School ❑ TV
❑ Cell-phone ❑ Other

Q: Is there a pattern to your encounters? Consider the following examples:

Are some of your schoolmates likely to send pornography via e-mail or cell-phone attachments? Knowing this may impel you to delete such attachments without opening them.

When you're online, do pop-ups occur when you enter certain words in a search engine? Knowing that this is possible could help you to be more specific in your use of key words.

Below, list any circumstances that have led to your encountering pornography.
1) ..... 2) ..... 3) ..... 4) .....

In view of the above, what might you do to reduce the number of times you inadvertently encounter pornography? (Write your thoughts here.)
1) ..... 2) ..... 3) ..... 4) .....

How do you respond when you stumble across pornography?
1) I turn away immediately.
2) Curiosity causes me to stare at it briefly.
3) I continue to look at it and even search out more.

If you checked the second or third response, what goal could you set in this matter?

BREAKING FREE:

Some who are unwittingly exposed to pornography become curious and, in time, develop a habit of viewing it. Breaking such a habit isn't easy. If you have fallen into a habit of viewing pornography, do not despair. You *can* get help. How?

Understand pornography for what it is: It's nothing less than a satanic attempt to degrade something.

Think of the consequences: Pornography destroys marriages. It devalues women and men. It debases the person who views it.

Make commitment: a) I will not use the Internet when I am alone in a room. b) I will immediately exit any pop-up or site that is explicit. c) I will talk to my parents if I have a relapse.

Pray about the matter: Always pray to God to keep away from the Sattan.

Talk to someone: If you have a habit of viewing pornography, discuss with a mature person whom you would feel comfortable approaching about the matter.

Success: Be assured that you can be successful in the war against pornography. In fact, each time you turn away from it, you have won a significant victory.

Ref: Awake! Dec. 2007

VISIT AUTHENTIC ISLAMIC WEBSITE

Following websites provide very valuable information about Islam. We might not necessarily agree with the views expressed on every site.

www.whyislam.org , www.islam.org
www.islam-guide.com , www.latinodawah.org
www.jews-for-allah.org , www.islaminfo.com
www.iad.org , www.beconvinced.com
www.thetruereligion.org , www.viewislam.com
www.irf.net , www.islam101.com
www.discoverislam.com , www.talkislam.org
www.islam-usa.com/index.html
www.soundvision.com ,
www.muslimbridges.org
www.MuslimHeritage.com , messageonline.org
www.alhambraproductions.com
www.islamcode.com/index.html
www.bdislam.com , www.muslimville.com
www.eat-halal.com

WHY ISLAM ???

1877-WHY-ISLAM Please call:
9 AM - 9 PM US Eastern Std. Time.

Important Information

আপনি কি চান? এই পাশ্চাত্যে আপনার সন্তান একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক?

আপনার সন্তান আশপাশের পরিবেশ, School, College, University, TV, Radio, Internet হতে সচেতন ও অবচেতন মনে প্রতিনিয়ত কোন না কোন কিছু শিখছে। প্রতিদিন সে নিত্যনূতন কায়দা রপ্ত করছে। হলিউড আর বলিউডের কল্যাণে আপনি, আপনার স্ত্রী এবং সন্তানেরা প্রতিনিয়তই এগুলি হতে মনের খোরাক নিচ্ছেন। শিশুরা অনুকরণ প্রিয় হবার কারণে এসব বিনোদনের মৌলিক বিষয়গুলির সাথে খুব সহজে পরিচিত হয়ে যায়। এভাবেই তাদের মননশীলতার উপর ঐসব উপাদানগুলির স্থায়ী প্রভাব পড়ে। এবার চিন্তা করুন এসব অখাদ্য কুখাদ্যের বিপরীতে আপনি নিজে ও আপনার সন্তান কি ইনপুট নিচ্ছেন? চোখ বন্ধ করে খানিক চিন্তা করুন। সুতরাং আপনি কি সর্তক হবেননা? আপনি কি চাননা আপনার সন্তানের মনে ভাল উপাদানগুলি বেশী করে ঢুকুক? আপনি কি চাননা আপনার সন্তান একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হোক?

তাই সন্তানের চরিত্র গঠনে একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্ট্রাটেজীর অংশ হিসেবে হলিউড, বলিউডের কুখাদ্যের বিপরীতে যে সামান্য কিছু নৈতিকতার সরবত আপনি পান করাতে পারেন তার মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হলো একটি Family Library প্রতিষ্ঠা।

আল-কোরআনের তাফসীর, হাদিস গ্রন্থ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনি, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী সমাজ, চার খলিফার বিস্তারিত জীবনি, সাহাবীদের জীবনি, ইসলামী শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে নিজ ঘরে একটি পারিবারিক লাইব্রেরী তৈরী করুন। নিজে পড়ুন ও সন্তানদের পড়ার উৎসাহ দিন।

শিশুপযোগী ইসলামী ডিভিডি, ভিসিডি ইত্যাদি সংগ্রহ করুন। সন্তানদের সেগুলি উপভোগ করার জন্য উৎসাহিত করুন। হিকমতের সাথে ও তাদের স্বতন্ত্র সত্তার কথা বিবেচনা করে ধীরে ধীরে এগুতে থাকুন। ইংরেজীতে এসব বই, ডিভিডি, সিডি খুব সহজেই Cost Price-এ NON-PROFIT ISLAMIC BOOKS CENTRE-এ পাওয়া যায়।

আপনি কি চান? এই প্রতিকূল পরিবেশে আপনার সন্তানের আত্মিক উন্নয়ন, নৈতিক চরিত্র গঠন এবং ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি হোক? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Fi-Sabilillah Services
NON-PROFIT ISLAMIC BOOKS & DVD SERVICES

Non-Political & Non-Sectarian Community Services
Toronto, 647-280-9835

Where the sale of books and audio-videos are NOT FOR COMMERCIAL purpose. All items are sold AT COST PRICE for Dawa purpose.

Free Quran and other Dawah materials are available for Non-Muslims. এছাড়া আপনি যদি অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করতে চান তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন ।

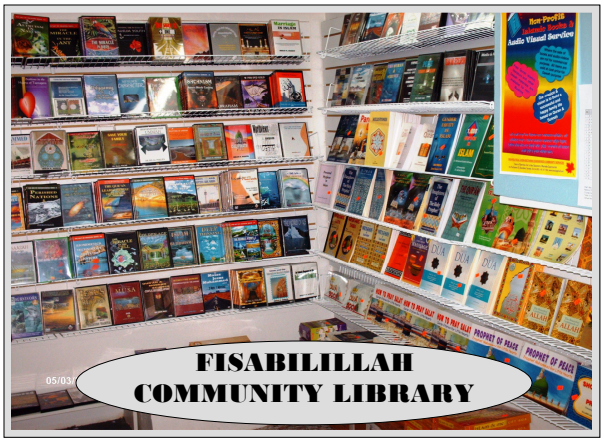

আপনার এবং আপনার স্ত্রীর জন্য সিলেবাস

আপনার নিজস্ব পরিকল্পনার পাশাপাশি নিচের বইগুলো দেশ থেকে আনিয়ে নিতে পারেন অথবা আমাদের থেকেও collect করতে পারেন।

কোরআনের তাফসীর ঃ (১) ফীযিলালিল কোরআন অথবা (২) তাফসীরে ইবনে কাসীর।

সংকলিত হাদীস গ্রন্থ ঃ (১) রিয়াদুস সালেহীন -১ম ও ২য় খন্ড (২) এন্তেখাবে হাদীস এবং (৩) যাদে রাহ

রাসূল সঃ এর জীবনি ঃ (১) আর রাহিকুল মাখতুম বা (২) মানবতার বন্ধু মোহাম্মদ সঃ

সাহাবীদের জীবনি ঃ (১) আসহাবে রাসুলের জীবনকথা - ১ম ও ২য় খন্ড (২) মহিলা সাহাবী - তা. হাসেমী

ফেকাহ্ ঃ (১) আসান ফেকাহ - মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী এবং (২) ফতোয়া - ডঃ ইফসুফ কারজাভী

ইসলামী শিক্ষা ও পারিবারিক জীবন ঃ (১) ইসলামের পারিবারিক জীবন - আব্দুস শহীদ নাসিম (২) ইসলাম আপনার কাছে কি চায় - সাইয়েদ হামেদ আলী (৩) আমরা কি মুসলমান - মুহাম্মদ কুতুব (৪) সুন্নাত ও বিদআত - মাওলানা আব্দুর রহীম (৫) দ্বীন ইসলামের সঠিক পথ - হাফেজ জাহিদ হোছাইন

✂ When you buy any food please check for the following Haraam Ingredients.
You can make a copy of this list and distribute it to your family members.
Reference: www.eat-halal.com

Haram Food Ingredients

Animal shortening	Investigate
Collagen (Pork)	Haraam
Diglyceride (animal)	Haraam
Enzyme (animal)	Haraam
Fatty acid (animal)	Haraam
Gelatin	Haraam
Glyceride (animal)	Haraam
Glycerol/glycerin (animal)	Haraam
Hormones (animal)	Haraam
Hydrolyzed animal protein	Haraam
Lard	Haraam
Lecithin (if soya then Halaal)	Haraam
Monoglycerides (animal)	Haraam
Pepsin (animal)**	Haraam
Phospholipid (animal)	Haraam
Renin Rennet**	Investigate
Shortening (animal)*	Haraam
Whey**	Investigate

*Animal fat shortening can be from beef fallow or lard. If it is from lard, then it is Haraam. If it is from beef fallow, then the animal has to have been slaughtered Islamically, otherwise it is Haraam.

**Rennet/Pepsin: Rennet is a milk coagulant that is the concentrated extract of renin enzyme obtained from calves stomachs. Note: At the time of purchase, if you are unable to verify the fact, you can call the concerned company. The company's name and number is generally mentioned on the product, if not see the telephone directory.

For your feedback please contact...

Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman
Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
Published by: Institute of Social Engineering (ISE), Canada
Phone: 647-280-9835, Email: themessagecanada@gmail.com, www.themessagecanada.com